তারিখ ...1 FEB 2017...
পৃষ্ঠা ...২০ কলাম ...২...

প্রথম আলো

ছাত্রলীগের হামলা

ক্যাম্পাস কোনো ছাত্রসংগঠনের সম্পত্তি নয়

শিক্ষাঙ্গনে সাধারণত সরকার-সমর্থক ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের বাইরে অন্যদের সাংগঠনিক তৎপরতা দেখা যায় না। তারপরও কোনো ছাত্রসংগঠন কালেভদ্রে কোনো কর্মসূচি নিলে সেটিতে বাধা দেওয়া হয়। ২৬ জানুয়ারির হরতালের সময় পুলিশ নেতা-কর্মীদের ওপর যে নির্যাতন চালায়, তার প্রতিবাদে সোমবার ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছিল প্রগতিশীল ছাত্রজোট। এ উপলক্ষে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল বের করলে সরকার-সমর্থক ছাত্রসংগঠনটি বাধা দেয়। একইভাবে সিলেটের এমসি কলেজে নতুন কমিটি গঠন উপলক্ষে ছাত্রদল মিছিল বের করলে ছাত্রলীগের কর্মীরা তাদের ওপর দা, হকিস্টিক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ব্যানার ছিনিয়ে পুড়িয়ে দেন।

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী হিসেবে দাবিদার কোনো ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মী এ ধরনের ন্যক্কারজনক কাজ করতে পারেন, তা বিস্ময়কর। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকার-সমর্থক এই ছাত্রসংগঠনটির দৌরাত্ম্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাদের ভয়ে অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরা তো বটেই, সাধারণ শিক্ষার্থীরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার দায় ছাত্রলীগ স্বীকার না করলেও এমসি কলেজের ক্ষেত্রে বলেছে, ছাত্রদলের মিছিল থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কটূক্তি করায় নেতা-কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে এ কাজ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বা কোনো দলের নেতা-নেত্রী সম্পর্কে কটূক্তি বা কুৎসা রটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেউ সেই গর্হিত কাজ করলে সেটি দেখার দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর, ছাত্রলীগের নয়। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তারা ব্যবস্থা নেবে। সেখানে ছাত্রলীগ বড়জোর বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করতে পারে। সেটি না করে তাঁরা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা আগে থেকে দা, হকিস্টিক ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা কি আগেই জানতেন যে ছাত্রদলের মিছিল থেকে কেউ কটূক্তি করবেন এবং তাঁরা তার সমুচিত জবাব হিসেবে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করবেন?

ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের মনে রাখা উচিত, ক্যাম্পাস কারও একক সম্পত্তি নয়। এখানে সব ছাত্রসংগঠনেরই অধিকার আছে কর্মসূচি পালনের। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার পরিণাম কী হতে পারে, গত আট বছরে নিজেদের হাতে অর্ধশতাধিক ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীর প্রাণহানির ঘটনাই তার প্রমাণ। শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার স্বার্থেই ঢাকা ও সিলেটে ছাত্রলীগের হামলার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।